



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, চতুর্দশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ২৩, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ১০

## ইন্দো-জাপ যৌথ বায়ু সেনার মহড়া বীর গার্ডিয়ান

**নয়াদিল্লি:** ভারত ও জাপানের প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় আরও এক ধাপ অগ্রগতি। ভারতীয় বায়ুসেনা এবং জাপান বিমান আত্মরক্ষা বাহিনীর (জেএএসডিএফ) দ্বিপাক্ষিক আকাশসেনা মহড়া ‘বীর গার্ডিয়ান ২০২৬’ বুধবার রাজস্থানের যোধপুরে শুরু হয়েছে। জাপানের এফ-২এ যুদ্ধবিমান নিয়ে জাপানি দল ভারতে পৌঁছানোর পর ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত জানানো হয়। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই মহড়া চলবে ৯ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ১৪ দিনের এই অনুশীলনে দুই দেশের বায়ুসেনার সদস্যরা উন্নত সামরিক অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাগত ও কারিগরি বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করবেন। জাপান বিমান আত্মরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এফ-২এ যুদ্ধবিমান মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। জাপানের ৮ নম্বর এয়ার উইংয়ের তিনটি এফ-২এ এবং প্রায় ১১০ জন সদস্য এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছেন। জাপানি দলকে বহন করে দুটি সি-২ পরিবহণ বিমান যোধপুর বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেছে। অন্যদিকে ভারতীয় বায়ুসেনা মহড়ায় দেশীয় হালকা যুদ্ধবিমান তেজস, সুখোই-৩০ এমকেআই এবং রাফাল-সহ বিভিন্ন অগ্রণী যুদ্ধবিমান ব্যবহার করেছে। ফলে দুই দেশের বিভিন্ন ধরনের

দ্বিতীয় পাতায়

# সামুদ্রিক সুরক্ষায় জোর

**কলম্বো:** উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার পাশাপাশি আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করল ভারত ও শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে সে দেশের রাষ্ট্রপতি শ্রী অনুরা কুমার দিসানায়েকে, প্রধানমন্ত্রী ড. হরিণী অমরাসুরিয়া এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং। রাষ্ট্রপতি দিসানায়েকের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের বহুমাত্রিক অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। ঐতিহাসিক ও সভ্যতাগত সম্পর্ক, পারস্পরিক আস্থা এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দুই পক্ষই জানায়, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ও সামুদ্রিক অংশীদার হিসেবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা নিজেদের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতেও যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা জানান। জবাবে রাষ্ট্রপতি দিসানায়েকে জানান, ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থের পরিপন্থী কোনও কর্মকাণ্ডের জন্য শ্রীলঙ্কার ভূখণ্ড ব্যবহার

করতে দেওয়া হবে না। ঘূর্ণিঝড় ‘দিওয়া’-র সময় ‘অপারেশন সাগর বন্ধু’-র মাধ্যমে ভারতীয় ত্রাণ সহায়তা এবং পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য নয়াদিল্লির সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান রাষ্ট্রপতি। শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, শ্রীলঙ্কার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে প্রয়োজনের সময় প্রথম সাড়ানকারী দেশ হিসেবে সহায়তা করা

সহযোগিতার অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন দুই নেতা। শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, অভিন্ন ঐতিহ্যের অধিকারী দুই ভ্রাতৃপ্রতিম গণতন্ত্র হিসেবে ভারত ও শ্রীলঙ্কার উচিত আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং জনগণের কল্যাণে অভিন্ন উন্নয়ন-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা। সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে সক্ষমতা বৃদ্ধি-র উপর জোর দেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, নিরাপদ সমুদ্রপথ, অবাধ নৌচলাচল, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান এবং নির্বিঘ্ন সামুদ্রিক বাণিজ্য ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সম্মিলিত নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান ও নিরাপত্তার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই আঞ্চলিক পরিবর্তনের বিষয়ে ভারত বা শ্রীলঙ্কা কোনও দেশই উদাসীন থাকতে পারে না। দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে সামুদ্রিক সহযোগিতায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হুমকি মোকাবিলায় দুই দেশকে যৌথ কর্মপদ্ধতি তৈরি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হবে বলে জানান তিনি। এই সহযোগিতাকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মহাসাগর’—



শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে নারীশক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারত চায় শ্রীলঙ্কার আরও বেশি মহিলা ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদের বৃত্তি এবং ভারত সরকারের অন্যান্য উদ্যোগের সুবিধা নিয়ে প্রশাসন ও নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করুন।

## ১১৯৬ কিমি রেলপথ প্রসার নয় রাজ্যে ৩১টি জেলার ৬,৯১১টি গ্রাম উপকৃত

**নয়াদিল্লি:** দেশের রেল যোগাযোগের সক্ষমতা ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগড়—এই নয় রাজ্যে মোট আটটি বহুপথ নির্মাণ প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মোট আনুমানিক ব্যয় ২০,৮০৪ কোটি টাকা। প্রকল্পগুলি ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে ভারতীয় রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্কে প্রায় ১,১৯৬ কিলোমিটার অতিরিক্ত রেলপথ যুক্ত হবে। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলির সক্ষমতা বাড়তে অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে খজপুর-ঝাড়সুগুড়া (বাগদেহি) চতুর্থ লাইন, কাটনি-পেন্ড্রা রোড চতুর্থ লাইন, বিলাসপুর (উসলাপুর)-পেন্ড্রা রোড তৃতীয় লাইন, আরাক্কোনম-রেগিগুন্টা তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, হোয়াইটফিল্ড-বেঙ্গারপেট তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, হোসুর-ওমলুর দ্বৈতকরণ, সেলম-করুর-দিগুগুল দ্বৈতকরণ এবং সেকেন্দ্রাবাদ (ঘাটকেসর)-কাজিপেট বহুপথ নির্মাণ। এই প্রকল্পগুলির আওতায় মোট ৩১টি জেলা আসবে এবং প্রায় ৬,৯১১টি গ্রাম উন্নত রেল যোগাযোগের সুবিধা পাবে। কেন্দ্রের হিসাবে, প্রকল্পগুলির ফলে প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। অতিরিক্ত রেললাইন নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট রুটগুলিতে ট্রেন চলাচলের সক্ষমতা বাড়বে, কমবে রেলপথের যানজট এবং উন্নত হবে

পরিচালন দক্ষতা ও পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা-র আওতায় সমন্বিত পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পরামর্শের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বহুমুখী পরিবহণ-সংযোগ উন্নত করার পাশাপাশি যাত্রী, পণ্য ও পরিষেবার চলাচল আরও মসৃণ করাই এর অন্যতম লক্ষ্য। প্রস্তাবিত রেলপথগুলি কয়লা, সিমেন্ট, লোহা ও ইস্পাত, কনটেনার, গাড়ি, খাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ও সারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহণের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে রেলপথের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টন পণ্য পরিবহণের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণে গতি বাড়ার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক সরবরাহ ব্যবস্থার দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পগুলির ফলে দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও ধর্মীয় স্থানের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। এর মধ্যে রয়েছে তিরুপতি, সুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দির, শ্রী পদ্মাবতী আম্মাভারী মন্দির, কোটিলিঙ্গেশ্বর দেবালয়, হোগেনাঞ্চাল জলপ্রপাত, কোদাইকানাল পাহাড়, সত্যমঙ্গলম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, যাদাদ্রিগুট্টা মন্দির, ভোঙ্গির দুর্গ, তারাতরিণী মন্দির, প্রাচীন জগন্নাথ মন্দির, বান্ধবগড় ব্যাঘ্র সংরক্ষণক্ষেত্র, বিরাটেশ্বর মন্দির, অমরকণ্টক, জ্বালেশ্বর ধাম, আচানকমার ব্যাঘ্র সংরক্ষণক্ষেত্র, খুটাঘাট বাঁধ, মালহার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং রতনপুর মহামায়া মন্দির। রেল পরিবহণ তুলনামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানিসাশ্রয়ী হওয়ায় এই

প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সড়কনির্ভর পণ্য পরিবহণ কমবে এবং জ্বালানি সাশ্রয় হবে। দুই পর্যায়ের প্রকল্প মিলিয়ে বছরে প্রায় ২০ কোটি লিটার তেল আমদানি কমানো সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি প্রায় ১০৪ কোটি কিলোগ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমবে, যা প্রায় ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ গাছ রোপণের সমতুল্য। রেলপথের এই সম্প্রসারণের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিল্পাঞ্চল, কৃষিপ্রধান এলাকা ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ আরও সহজ হবে। উৎপাদনকেন্দ্র থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য পৌঁছে দিতে সময় কমবে এবং পরিবহণের ওপর চাপও কমবে। বিশেষ করে খনিজ, ইস্পাত, সিমেন্ট, কৃষিপণ্য ও অন্যান্য ভারী পণ্য পরিবহণে রেলপথের ব্যবহার বাড়লে দীর্ঘ দূরত্বে সড়কপথের ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব হবে। এর ফলে পরিবহণ ব্যয় কমানোর পাশাপাশি ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও বাড়তে পারে। অন্যদিকে, নতুন ও অতিরিক্ত রেললাইন চালু হলে প্রত্যন্ত ও অপেক্ষাকৃত কম সংযুক্ত এলাকাগুলিও দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হবে। উন্নত যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও বাজারের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ সহজ হবে। পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত বাড়ার ফলে স্থানীয় হোটেল, পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও পরিষেবা খাতেও নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্মাণকাজকে ঘিরেও স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে। ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।

শ

আপনি কী ব্যবসায়ী? চাইছেন, আপনার ব্যবসার শ্রী বৃদ্ধি হোক? তাহলে আর দেরি কেন? সন্দর্শন ই-পেপারে নিজের প্রোডাক্টের কথা আজই তুলে ধরুন।

Note No. 5/Sandarshan/Admin-26 Date: 26/06/2026

| বিজ্ঞাপনের ধরণ | প্রতি সংখ্যা | মাসিক প্যাকেজ                  |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| ১/৪ পৃষ্ঠা     | ₹৬০০         | ₹২,০০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি) |
| ১/৮ পৃষ্ঠা     | ₹৩৭৫         | ₹১,২০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি) |

- বুকিং নীতি**
- দৈনিক ট্যাবলারেড হওয়ার প্রতিটি সংখ্যার বিজ্ঞাপন স্লট সীমিত। কলে সর্বোচ্চ ১টি ১/৪ পৃষ্ঠা ও ১টি ১/৮ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে।
  - বিজ্ঞাপন আসে বুকিং, আসে অগ্রাধিকার (First Come, First Served) ভিত্তিতে প্রকাশিত হবে।
  - মাসিক প্যাকেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একদিন কিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে।
  - বিজ্ঞাপনের ৭৫% অর্থ অগ্রিম জমা দিতে হবে।
  - স্লট বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ 6294512379 @ sandarshan.magazine@gmail.com-এ।

(কাশ্মীরা লাইফ)  
প্রকাশিত, সন্দর্শন ই-পেপার



# সম্পাদকীয়

একটি দেশের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে- দেশটির অধিবাসীদের চরিত্র, কর্মক্ষমতা, সামাজিক সংহতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থতার মধ্যে। সেই জায়গা থেকেই আমাদের নেশামুক্ত ভারত গড়ার উদ্যোগকে দেখতে হবে। মাদকাসক্তি কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা নয়; এটি পরিবার, সমাজ এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ভিতকে দুর্বল করে। তাই নেশার বিরুদ্ধে লড়াইকে একটি বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করার সময় এসেছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সঙ্গে আধ্যাত্ম বিজ্ঞান সংসঙ্গ কেন্দ্র, চিন্ময় মিশন, দিব্য জ্যোতি জাগৃতি সংস্থান এবং হরের কৃষ্ণ আন্দোলনের সমঝোতা সেই বৃহত্তর প্রয়াসেরই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নেশামুক্ত ভারত অভিযানে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে যুক্ত করার অর্থ হল সরকারের প্রশাসনিক উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের নৈতিক ও মানবিক শক্তিকে একত্রিত করা। কারণ কেবল আইন, চিকিৎসা বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নেশার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে নিমূল করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন। ভারতের সভ্যতার অন্যতম শক্তি তার আত্মিক ঐতিহ্য। আত্মসংযম, শৃঙ্খলা, কর্তব্যবোধ, সংযত জীবন এবং ‘নিজের সঙ্গে নিজের জয়’—এই মূল্যবোধগুলি ভারতীয় জীবনদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আধুনিকতার নামে যখন ভোগবাদ ও তাৎক্ষণিক আনন্দের সংস্কৃতি তরুণ প্রজন্মের সামনে নানা প্রলোভন তৈরি করছে, তখন এই মূল্যবোধগুলিকে নতুন ভাষায়, নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলি সেই কাজটি করতে পারে। বিশেষ করে গ্রাম ও মফসসল এলাকায় এই সংগঠনগুলির সামাজিক উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রচার অনেক সময় মানুষের দরজায় পৌঁছতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় মন্দির, আশ্রম, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। নেশার ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা, পরিবারকে সতর্ক করা, আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে পুনর্বাসনের পথে নিয়ে যাওয়া—এই কাজগুলিতে সমাজের প্রতিচ্ছ আংশগ্রহণ পরিহার্য। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা

দরকার—নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র অপরাধী হিসেবে দেখলে সমস্যার সমাধান হবে না। যিনি নেশায় আক্রান্ত, তাঁকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও সমাজের। একই সঙ্গে নেশার ব্যবসা, অবৈধ সরবরাহ এবং তরুণদের লক্ষ্য করে তৈরি করা প্রলোভনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। অর্থাৎ একদিকে মানবিক পুনর্বাসন, অন্যদিকে অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে কঠোরতা—দুই পথেই এগোতে হবে। কেন্দ্রের হিসাবে, নেশামুক্ত ভারত অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই ৩৪ কোটি ৪২ লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যাটি নিছক পরিসংখ্যান নয়; এটি প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের শক্তিকে যুক্ত করা গেলে একটি বৃহৎ গণআন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। নতুন চারটি সংগঠনের অন্তর্ভুক্তি সেই পরিসরকে আরও বিস্তৃত করবে। জাতীয়তাবাদের প্রকৃত অর্থ কেবল দেশের প্রতি আবেগ প্রকাশ নয়; দেশের মানুষের সক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ রক্ষা করাও জাতীয়তাবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। যে যুবসমাজ দেশের অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান শক্তি হতে পারে, তাদের একটি অংশ যদি নেশার অন্ধকারে হারিয়ে যায়, তবে তার ক্ষতি শুধু একটি পরিবারের নয়—পুরো দেশের। তাই যুবসমাজকে নেশামুক্ত রাখা মানে ভারতের মানবসম্পদকে সুরক্ষিত রাখা। ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুস্থ, দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক। উন্নত রাস্তা, রেল, শিল্প, প্রযুক্তি বা অর্থনীতি তখনই প্রকৃত অর্থে জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হবে, যখন সেই পরিকাঠামো ব্যবহার করার মতো সুস্থ ও কর্মক্ষম মানুষ থাকবে। তাই নেশামুক্ত ভারত অভিযানকে উন্নত ভারতের বৃহত্তর নির্মাণপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই দেখা উচিত। এই লড়াই কোনও একটি মন্ত্রক, কোনও একটি সরকার বা কোনও একটি সংগঠনের একার নয়। পরিবারকে সতর্ক হতে হবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব নিতে হবে, সমাজকে পাশে দাঁড়াতে হবে এবং প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলিকে মূল্যবোধ ও আত্মসংযমের বার্তা ছড়াতে হবে। গণমাধ্যমকে সচেতনতা তৈরিতে আরও সক্রিয় হতে হবে। তবেই বিকশিত ভারতের বাস্তবায়ন সম্ভবপর।

## সামুদ্রিক সুরক্ষায়

*প্রথম পাতার বাকি অংশ*

এবং মানবপাচার রোধ। এ ক্ষেত্রে কলম্বো নিরাপত্তা সম্মেলন-এর মাধ্যমে সহযোগিতা আরও কার্যকর করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত সামুদ্রিক উদ্ধার সমন্বয় কেন্দ্রকে ভারত মহাসাগরের জলসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন শ্রী রাজনাথ সিং। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যৌথ মহড়ার ক্ষেত্রেও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রস্তুতির কথা জানান তিনি। ভবিষ্যতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি সমন্বিত সামুদ্রিক পরিস্থিতি-সচেতনতা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাবও দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এর মাধ্যমে বাস্তব সময়ে সামুদ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য বিনিময় এবং অবৈধ মাছ ধরা, সন্দেহজনক জাহাজ, মাদক পাচার, চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদ-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলা সহজ হবে। মৎস্যজীবীদের সমস্যাও দুই দেশকে একসঙ্গে সমাধান করতে হবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে সামুদ্রিক সহযোগিতার পরিধি বাড়িয়ে মৎস্যচাষ, সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি, সমুদ্রবিজ্ঞান, সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামুদ্রিক পর্যটন-এর মতো ক্ষেত্রেও কাজ করার আহ্বান জানান। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সময় দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য একটি যৌথ সামুদ্রিক মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার কথা বলেন তিনি। সফরকালে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর নির্মিত তিনটি বেইলি সেতুর ভাটুয়াল উদ্বোধন করেন দুই দেশের নেতৃত্ব। শ্রীলঙ্কার বায়ুসেনার ছয়টি এল-৭০ কামানের আধুনিকীকরণ এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার জাতীয় ক্যাডেট কোর ও জাতীয়

প্রতিরক্ষা কলেজের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক বিনিময় করা হয়। ভারত সরকারের অনুদানের আওতায় এল-৭০ কামানগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে। এর ফলে শ্রীলঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। এই কামানগুলি পূর্বে ভারতই শ্রীলঙ্কার বায়ুসেনাকে সরবরাহ করেছিল। দুই দেশের জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজের মধ্যে শিক্ষাগত সহযোগিতার ফলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ বাড়বে। অন্যদিকে জাতীয় ক্যাডেট কোরের সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতার মাধ্যমে দুই দেশের যুব ক্যাডেট বিনিময় কর্মসূচি আরও সুসংগঠিত হবে। শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, ভারত মহাসাগর গভীর কৌশলগত ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে নিজেদের সম্মিলিত সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এবং উদ্ভূত সুযোগগুলিকে অভিন্ন উন্নয়নে পরিণত করতে হবে। তিনি বলেন, ভৌগোলিক নৈকট্য দুই দেশের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা তৈরি করেছে, আর সেই নির্ভরতা অভিন্ন অগ্রগতির জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। ভারতকে প্রকৃত ‘বিশ্বমিত্র’ বা বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, অভিন্ন প্রতিবেশে গঠনমূলক ও নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালনে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সফরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার শ্রী সন্তোষ বা-সহ দুই দেশের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে পৌঁছলে শ্রী রাজনাথ সিংকে সামরিক সম্মান রক্ষী দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরে তিনি বাত্তারামুল্লায় ভারতীয় শান্তিরক্ষা বাহিনীর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে কর্তব্য পালনের সময় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

# কমবে কোয়ান্টাম ক্ষয়

### দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

**কলকাতা:** কোয়ান্টাম প্রযুক্তির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কোয়ান্টাম অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন। বিশেষ করে দুই বা একাধিক কণার মধ্যে থাকা কোয়ান্টাম জটিলতা আচমকাই সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাকে বলেন ‘জটিলতার আকস্মিক বিলোপ’। ভারতীয় গবেষকদের নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক গবেষকদল এবার দেখিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে মাত্র একটি স্থানীয় ‘নট’ বা উলট-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেই এই জটিলতার ক্ষয় এড়ানো, বিলম্বিত করা এমনকি প্রয়োজনে দ্রুততর করাও সম্ভব। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক আকস্মিক বিলোপ’। তারতীয় গবেষকদের নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক গবেষকদল এবার দেখিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে মাত্র একটি স্থানীয় ‘নট’ বা উলট-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেই এই জটিলতার ক্ষয় এড়ানো, বিলম্বিত করা এমনকি প্রয়োজনে দ্রুততর করাও সম্ভব। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানপত্রিকা *ফিজিক্যাল রিভিউ এ*-তে। বেঙ্গালুরুর রামন গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি কলকাতার বিজ্ঞানচর্চার জন্য ভারতীয় সমিতি-র গবেষকরাও এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। গবেষণাটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কোয়ান্টাম ব্যবস্থায় কী করা হচ্ছে তার পাশাপাশি কখন করা হচ্ছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা এই ধারণাকে বলেছেন ‘সময়নির্ভর নিয়ন্ত্রণ’। কোয়ান্টাম জগতে দুটি কণা এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে যে, তাদের মধ্যে দূরত্ব যতই হোক, একটির কোয়ান্টাম অবস্থা অন্যটির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত থাকে। এই বিশেষ সম্পর্কই কোয়ান্টাম জটিলতা। ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম কম্পিউটার, কোয়ান্টাম যোগাযোগ, কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক এবং কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশনের অন্যতম ভিত্তি এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাস্তবে কোনও কোয়ান্টাম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। আশাপাশের পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়ার ফলে কণাগুলির সূক্ষ্ম কোয়ান্টাম সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কোহেরেন্সের ক্ষয় বা অসংগতি।

সহজভাবে বললে, পরিবেশের প্রভাবে কোয়ান্টাম ব্যবস্থার সূক্ষ্ম শৃঙ্খলা নষ্ট হতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা ধীরে ধীরে কমার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আচমকাই সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতে পারে। এই আকস্মিক বিলোপই জটিলতার আকস্মিক বিলোপ। এই সমস্যাই কার্যকর কোয়ান্টাম প্রযুক্তি তৈরি করার পথে অন্যতম বড় বাধা। নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এই ক্ষয়প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য সবসময় পরিবেশকে পরিবর্তন করা বা বারবার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। বরং সঠিক সময়ে একটি মাত্র কোয়ান্টাম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেই কণাগুলির পরবর্তী পরিবর্তনের গতিপথ বদলে দেওয়া সম্ভব। গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় ‘সিগমা-এক্স’ বা ‘নট’ নিয়ন্ত্রণ। সাধারণ কম্পিউটারে যেমন নট গেট ০-কে ১ এবং ১-কে ০-তে পরিবর্তন করে, তেমনিই কোয়ান্টাম ব্যবস্থাতেও এটি কণার অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটায়। গবেষকরা দেখিয়েছেন, জটিলতা কমতে থাকার বিভিন্ন সময়ে এই একটি মাত্র নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করলে ফলও ভিন্ন হয়। সঠিক সময়ে প্রয়োগ করলে জটিলতার আকস্মিক বিলোপ এড়ানো বা অনেকটা পিছিয়ে দেওয়া যায়। আবার ভুল সময়ে প্রয়োগ করলে জটিলতা আরও দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, একই নিয়ন্ত্রণের ফল নির্ভর করছে সেটি ঠিক কখন প্রয়োগ করা হচ্ছে তার উপর। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একবারের নট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জটিলতা টিকে থাকার সময়সীমা প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে গবেষণায় দেখা গেছে। এখানেই গবেষণাটির বিশেষ গুরুত্ব। বর্তমানে কোয়ান্টাম ব্যবস্থাকে পরিবেশের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে অনেক ক্ষেত্রে বারবার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ, একাধিকবার পরিমাপ বা জটিল ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হয়। প্রতিটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে নতুন ভুলের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। নতুন গবেষণায়

একটি মাত্র নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেই কোয়ান্টাম ব্যবস্থার পরিবর্তনের গতিপথ বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। গবেষকরা অবশ্য জানিয়েছেন, এটি প্রচলিত অর্থে কোয়ান্টাম ত্রুটি সংশোধন নয়। এখানে আগের কোয়ান্টাম অবস্থাকে হুবহু ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে না। বরং যে ক্ষয়প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, তার মধ্যেই ব্যবস্থাতিকে অন্য পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। গবেষকরা এই পদ্ধতিকে বলেছেন ‘গতিপথ ইঞ্জিনিয়ারিং’। এই ধারণা পরীক্ষাগারে যাচাই করতে গবেষকরা একটি বিশেষ ধরনের স্থানচ্যুত স্যাগনাক আলোক-বিভাজক ব্যবস্থা ব্যবহার করেছেন। ফোটনের মেরুকরণ, অর্থাৎ আলোর কম্পনের দিককে কোয়ান্টাম অবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করে পরীক্ষাটি চালানো হয়। গবেষণার আরও একটি অভিনব দিক হল, আলোর বিভিন্ন পথ অতিক্রম করতে যে স্বাভাবিক সময়ের পার্থক্য তৈরি হয়, সেটিকে সমস্যা হিসেবে দূর না করে গবেষকরা সেটিকেই কাজে লাগিয়েছেন। এর ফলে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যেখানে দুই কণার ক্ষয়প্রক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। বাস্তব পরীক্ষাগারে আদর্শ কোয়ান্টাম পরিবেশ তৈরি করা কঠিন। সেই জায়গায় তুলনামূলকভাবে বাস্তবসম্মত আলোক-ব্যবস্থা ব্যবহার করে জটিল ক্ষয়প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। গবেষকরা এমন একটি সময়নির্ভর তাত্ত্বিক কাঠামোও তৈরি করেছেন, যার মাধ্যমে কণার ক্ষয় কীভাবে বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে, তা বোঝানো যায়। এক ক্ষেত্রে প্রতিটি কণা স্বাধীনভাবে পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। অন্য ক্ষেত্রে কণাগুলির পরিবর্তনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি পরিস্থিতিও নতুন কাঠামোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

## যৌথ বায়ু সেনা

*প্রথম পাতার বাকি অংশ*

যুদ্ধবিমানকে একই প্রশিক্ষণ পরিবেশে এনে আকাশযুদ্ধের কৌশল, সমন্বয় এবং পারস্পরিক কার্যক্ষমতা যাচাই ও উন্নত করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। জাপানের এফ-২ যুদ্ধবিমান মার্কিন এফ-১৬-এর সঙ্গে মৌলিক নকশাগত সম্পর্কযুক্ত হলেও জাপানের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী এতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষ করে সামুদ্রিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনকে মাথায় রেখে বিমানটির সক্ষমতা উন্নত করা হয়েছে। ফলে এফ-২-এর সঙ্গে যৌথ প্রশিক্ষণ ভারতীয় বায়ুসেনার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে। মহড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল দুই দেশের বায়ুসেনার আন্তঃকার্যক্ষমতা, কৌশলগত দক্ষতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা। উন্নত সামরিক অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি মহড়ায় অভিযান পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মতবিনিময় এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও মহাকাশ নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে। ভারতীয় বায়ুসেনার মতে, এই মহড়া দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও কৌশলগত সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে জটিল আকাশ অভিযান পরিচালনায় দুই বাহিনীর মধ্যে বাস্তবসম্মত সমন্বয় গড়ে তোলার সুযোগও তৈরি হবে। ‘বীর গার্ডিয়ান’-এর প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে জাপানে। তিন বছর পর দ্বিতীয় পর্ব ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হওয়াকে ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান গভীরতার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে ভারত ও জাপান উভয় দেশই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অবাধ, উন্মুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশের পক্ষে। সেই বৃহত্তর কৌশলগত প্রেক্ষাপটে দুই দেশের বিমানবাহিনীর নিয়মিত যৌথ প্রশিক্ষণ শুধু সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই নয়, পারস্পরিক আস্থা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। ‘বীর গার্ডিয়ান ২০২৬’-এর মাধ্যমে ভারতীয় তেজস, সুখোই-৩০ এমকেআই ও রাফালের সঙ্গে জাপানের এফ-২-এর যৌথ প্রশিক্ষণ দুই দেশের আকাশসেনার মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ অভিযানগত সমন্বয় তৈরির নতুন সুযোগ তৈরি করছে।

## চারধাম যাত্রায় বিপুল সাড়া

**দেহরাদুন:** চলতি মরশুমে উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ৫৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন রাজ্য সরকারের আধিকারিক প্রজাপতি নীটিয়াল। দ্বিতীয় পর্বের যাত্রা শুরু হওয়ার আগে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত চারধাম—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কদোরনাথ ও বদ্রীনাথ—মিলিয়ে পুণ্যার্থীর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪৯ লক্ষের গণ্ডি পেরিয়েছে। বর্ষার কারণে মাঝের সময়ে যাত্রার গতি কিছুটা কমলেও সেপ্টেম্বর থেকে ফের তীর্থযাত্রার গতি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ষা-পরবর্তী সময়ে চারধাম যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায়কে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ডে পর্যটন ও তীর্থযাত্রার চাপ ফের বাড়তে শুরু করেছে। চারধাম যাত্রার মূল চার তীর্থ হল যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কদোরনাথ এবং বদ্রীনাথ। হিমালয়-যেরা এই চার তীর্থকে ঘিরে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ উত্তরাখণ্ডে আসেন। বর্তমানে যাত্রার পরিকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ, থাকার

ব্যবস্থা এবং তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্ষাকালের পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্বকে চারধাম যাত্রার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে দেখা হয়। বর্ষার তীব্রতা কমার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি পথে যাত্রার পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। তবে হিমালয় অঞ্চলে ভূমিধস, আকস্মিক আবহাওয়া পরিবর্তন এবং রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকি এখনও রয়েছে। চলতি মরশুমে ৫৫ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থীর আগমন হলে তা উত্তরাখণ্ডের তীর্থ-পর্যটন ব্যবস্থার জন্য নতুন নজির তৈরি করবে। একই সঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের যাতায়াত সামলাতে পরিবহণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আবাসন, খাদ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জরুরি উদ্ধার ব্যবস্থার উপরও বাড়তি চাপ তৈরি হবে। গত কয়েক বছরে চারধাম যাত্রায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। সেই সঙ্গে যাত্রাপথের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং তীর্থস্থানগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণও রাজ্য প্রশাসনের কাছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।



বোঝা যখন চাপবে মাথায়...